দৈনিক বাংলা

04 JUL 1988

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম

020

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ সোমবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৯৫ ঃ ৪ঠা জুলাই, ১৯৮৮

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

মাদকাসক্তির অভিশাপ সম্পর্কে পাঠ্য বইতে তথ্য থাকা উচিত বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন, পিতা-মাতাদের জন্যও কিছু তথ্য জানাবার ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তারা মাদক দ্রব্য সেবনের লক্ষণ বুঝতে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন!

দেশে মাদক দ্রব্য সেবনের প্রবণতা যে ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারদের এর জন্য যে দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের এই অভিমত অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য।

কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশ মাদক দ্রব্যের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। চলতি দশকের গোড়ার দিকে এদেশের ব্যাপকভাবে মাদক দ্রব্য সেবন শুরু হয়, এখন তা একটি মারাত্মক সামাজিক অভিশাপে পরিণত হয়েছে। মাদক সেবনকারীদের সংখ্যা ক্রমেই আশংকাজনকভাবে বাড়ছে।

এই মারণ নেশার শিকার হয়ে ইতিমধ্যেই কয়েক শ' লোক প্রাণ হারিয়েছে। নেশার বিস্তার অব্যাহত থাকলে এই অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া মাদকাসক্তির কারণে বহু জায়গায় ভাঙছে পরিবার, ভাঙছে সংসার। এই সামাজিক সমস্যার করুণ রূপ নিয়েও আমাদের গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া মাদকাসক্তির পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

মাদক দ্রব্য পাচার ও সেবনের বিরুদ্ধে সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছেন। মাদকাসক্তদের সমস্যা মোকাবিলার জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সরকার ইতিমধ্যেই মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমাদের মতে মাদকাসক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত হাসপাতালটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করা উচিত।

দেশে যাতে অবৈধভাবে মাদক দ্রব্য পাচার হয়ে না আসে সরকার সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য আটক হয়েছে এর ফলে। বিচারে কয়েকজন চোরাচালানীর কঠোর সাজা হয়েছে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে মাদক দ্রব্যের সমস্যাটি যেভাবে তীব্র হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তা মোকাবিলার জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট, মাদকাসক্তি সম্পর্কে পাঠ্য-পুস্তকে তথ্য পরিবেশনের এবং অভিভাবকবর্গের এ ব্যাপারে অবহিত করার যে পরামর্শ দিয়েছেন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যদি পাঠ্য পুস্তকে উপযুক্ত তথ্য থাকে, তাহলে তরুণ সম্প্রদায় তা থেকে দূরে থাকবে বলে আশা করা যায়। তেমনি এই অভিশাপ সম্পর্কে অভিভাবকদেরও অবহিত করা উচিত। তাহলে তাদের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে।

আমাদের মতে মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতে হলে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও মাদকাসক্তি রোধের ব্যাপারে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ সমন্বিত ও সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই এই মারাত্মক প্রবণতা রোধ করা যাবে।